ডকেট নং-২২৬ তারিখ: ৭/৩/২৪
ওসি (শিক্ষা)
ওসি (আইসিটি)
সিএ
সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার
অতীব জরুরী
জরুরী
পেশ করুন
আলোচনা করুন
মতামত দিন
অঃ জেঃ প্রঃ (শিক্ষা ও আইসিটি)

ডকেট নম্বর: ২৯৬
তারিখ: ০৪.০৩.২৪
অঃজেঃপ্রঃ (সার্বিক)
অঃজেঃপ্রঃ (রাজস্ব)
অঃজেঃপ্রঃ (শিক্ষা ও আইসিটি)
অঃজেঃ ম্যাজিস্ট্রেট
সহঃ কমিশনার (গোঃ)
অতীব জরুরী/জরুরী/সাধারণ
জেঃপ্রঃ/জেঃ ম্যাঃ

# বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩৭/এ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা
উন্নয়ন শাখা
প্রশাসন অনুবিভাগ
www.idra.org.bd

স্মারক নং: ৫৩.০৩.০০০০.০১৭.৫৭.০১২.২০২২.৩৩৩

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪৩০ / ০৪ মার্চ ২০২৪

**বিষয়: সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' চালুকরণ।**

সূত্র-১: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০১.২৪.৩০ ; তারিখ: ২৪ জানুয়ারি ২০২৪
সূত্র-২: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের স্মারক নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.২১১.১৬.০০৬.১৯.১০৮ ; তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০২৪

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' পরিকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ১ মার্চ ২০২১ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' পরিকল্পটি জীবন বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রথমে দুই বছরের জন্য সীমিত পরিসরে পাইলটিং করা হয়। ২০২৩ সালে সকল জীবন বীমা কোম্পানির মাধ্যমে বাজারজাতকরণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ফলে গত বছরে বেসরকারি কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে প্রায় ৭৮ হাজার শিক্ষার্থী এ বীমা পরিকল্পের আওতায় এসেছে। চলতি বছরের শুরুতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত সকল স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের এ বীমার আওতায় আনা হয়েছে যার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ।

২। বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা পরিকল্পটির উদ্দেশ্য হলো দেশের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা। এ বীমার আওতায় ৩ থেকে ১৭ বছরের কোন শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা বা আইনগত অভিভাবক উক্ত বীমা সুবিধার আওতায় আসতে পারেন। বাৎসরিক মাত্র ৮৫ টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধের মাধ্যমে এ বীমার আওতায় আসার পর কোন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের শারিরিক অক্ষমতা বা মৃত্যুতে শিক্ষার্থীর বয়স ১৭ বছর হওয়া পর্যন্ত মাসিক ৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রাপ্য হবে যা শিক্ষার্থীর পড়াশোনা চলমান রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বার্ষিক প্রিমিয়াম আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করে বর্ধিত বীমা সুবিধা (মাসিক বৃত্তি) পাওয়া যাবে।

৩। জেলা প্রশাসন বা তাঁর অধীনস্ত কার্যালয় জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সম্পৃক্ত থাকেন। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে; যেমন- কালক্টরেট স্কুল, বিয়াম স্কুল ইত্যাদি। জেলা প্রশাসকগণ উদ্যোগ গ্রহন করলে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদেরকে এ শিক্ষা বিমার আওতায় আনতে পারেন। এর ফলে অনাকাংখিত দূর্ঘটনায় অভিভাবকের অবর্তমানে বা অক্ষমতায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন বিঘ্নিত হবে না। ঝরে পড়ার হার রোধসহ সার্বিকভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হবে।

৪। এমতাবস্থায় 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' পরিকল্পটির কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে তাঁর জেলার সকল সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীকে উক্ত পরিকল্পের আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

শিক্ষা ও কল্যাণ শাখা
ডকেট নং ২০৪ তাং ৭/৩/২৪
সময়.........
নথি নং.........
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

০৪.০৩.২৪
মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
ই-মেইল: idra.bd@gmail.com

জেলা প্রশাসক

.............................................(সকল)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।

**অনুলিপি (সদয় জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয় ):**

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
২. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
৪. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
৫. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
৬. নির্বাহী পরিচালক (সকল), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;
৭. নেটওর্য়াক এডমিনিস্ট্রেটর (নেটওয়ার্ক), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ);
৭. সদস্য মহোদয়গণের সহকারী, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
৮. অফিস কপি।